প্রথম পাতা

BASMAH Foundation

বাসমাহ বুলেটিন

জীবন আলোকিত করো, বদলে দাও পৃথিবী...

সেপ্টেম্বর-২০২০

BASMAH BULLETIN
SEPTEMBER-2020

কুড়িগ্রামে ১০০০হাজার পরিবারের পাশে বাসমাহ ফাউন্ডেশন

ইবরাহীম রহমান: উওরবঙ্গ কুড়িগ্রামের উলিপুর, এবং নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের পানিবন্দি মানুষদের মাঝে জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন ।
এরই অংশ হিসেবে বাসমাহ ফাউন্ডেশন এক হাজার পরিবারের মাঝে ইমার্জেন্সি রিলিফ বিতরণ করেছে ।
বরাবরের মত এই বছরও বাসমাহ ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী বন্যার্ত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
সারা দেশের মানুষ করোনাকালীন সময়ে খুব কঠিন সময় পার করে আসছিল, এদিকে উত্তরবঙ্গের মানুষ গুলো হাপিয়ে উঠেছে কেবল রোজগার করে আহার যোগাতেই, বন্যা তাদের জীবনকে করে তুলেছিল অতিষ্ঠ। প্রতিবছর এসময়ে বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের মানুষ গুলোর দুঃসময় শুরু হয়, বন্যায় পরিবার নিয়ে দুবেলা খাবার জোগান দেয়াই কষ্টসাধ্য হয়ে পরে তখন।
বাসমাহ বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে , বাসমাহ টিম সর্বদা চেষ্টা করেছে অসহায়দের পাশে দাড়াতে ।
তারই ধারাবাহিকতায় কুড়িগ্রামের ছুটে গিয়েছে বাসমাহ টিম ।
সেখানে এক হাজারাধিক পরিবারের মাঝে ত্রাণ দিয়েছে বাসমাহ চেষ্টা করে যাচ্ছে সারাদেশের অসহায় ও অনাহারী মানুষের কাছে খাবার সামগ্রী পৌঁছে দিতে ।
গতমাসেও বাসমাহ সিলেটে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
এবং বাসমাহ এই করোনাকালীন সময়ে লক্ষাধিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ।
ইনশাআলাহ্ বিত্তবানরা এগিয়ে আসলে আরও লক্ষাধিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হবে।

বাসমাহ এতিমখানার শিশুরা !

বাসমাহ বুলেটিন ডেস্ক:
সবকিছু হারিয়ে ফেলা কিছু শিশুর নিরাপদ আবাসস্থল।
স্কুল এবং এতিমখানা মিলিয়ে প্রায় হাজারের উপরে শিক্ষার্থী আছে বাসমাহর ।
তাঁদের খাবার কিংবা লেখাপড়ার দায়িত্বে আছে স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মকর্তারা।
দোয়া করবেন এই শিশুদের জন্য,
যেন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে।

অসংখ্য-অগণিত এমন মায়ামাখা শিশু-বাচ্চার মুখে হাসি ফোটানোর মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তি অর্জনের এই মহতি পথচলায় আপনিও হতে পারেন বাসমাহর সঙ্গী।

উপদেষ্টা: মীর সাখাওয়াত হোসাইন
সম্পাদক: কায়েস আহমেদ

অর্থ সহযোগীতায় Basmah

ব্যবস্থাপনায় BASMAH Foundation

BASMAH Foundation

বাসমাহ বুলেটিন

জীবন আলোকিত করো, বদলে দাও পৃথিবী...

সেপ্টেম্বর-২০২০

BASMAH BULLETIN
SEPTEMBER-2020

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের টেকনাফ শাখার সাবেক দায়িত্বশীল মরহুম মাওলানা রহমতুল্লাহ'র পরিবারকে বাসমাহর নগদ অর্থ প্রদান

জাহাঙ্গীর আলম: বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জনাব মীর সাখাওয়াত হোসাইন সাহেব বাসমাহ'র সাবেক দায়িত্বশীল মরহুম মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবের পরিবারকে নগদ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেছেন। এছাড়াও প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা এবং প্রয়োজনের প্রতিটি মুহূর্তে পরিবারের পাশে থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

গত ০৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার, টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সাইফুল ইসলাম-এর মাধ্যমে টেকনাফ শাখার সাবেক দায়িত্বশীল মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবের পরিবারকে এই অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও মরহুমের রেখে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য ঈদের পোষাক সহ অন্যান্য ঈদ সামগ্রী প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসমাহ ফাউন্ডেশনের কক্সবাজার জেলা এরিয়া প্রজেক্ট ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম ও
নূর মোহাম্মদ প্রমূখ।

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুন কর্মঠ ও পরিশ্রমী এই মানুষটি আকস্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করেন। এতে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব মীর সাখাওয়াত হোসাইন সাহেব সহ বাসমাহ'র সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও শুভানুধ্যায়ীগণ শোক প্রকাশ করেছেন।

শিশুদের পাশে মরহুম মাওঃ রহমাতুললাহ

নারায়ণগঞ্জ মসজিদে এসি বিস্ফোরণ ! অগ্নিদগ্ধদের পাশে বাসমাহ।

কায়েস আহমেদ: রাত তখন ৮.৪০ মিনিট
নারায়ণগঞ্জ বড় মসজিদে এশার নামাজ চলছিলো,
নামাজ চলাকালীন সময়ে
বিকট আওয়াজে চারদিকে ছুটাছুটি।
কিসের এত বিকট আওয়াজ ? যেনো চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে ।এসি বিস্ফোরণ নাকি গ্যাস ?
এযেনো এক আর্তচিৎকারের রাত্রি ।জামাতে থাকা সকল মুসলল্লী এবং পথচারী সহ অনেকেই গুরুতর
আহত ও নিহত হয়েছেন।
৫০ জন এরও বেশি মুসলল্লী
যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ।২৬ জন মৃত্যুবরন করছেন।
অনেকেরই শরীর ঝলছে গেছে,
আহতদের আর্তচিৎকারে হৃদয়বিদারক ।

বাসমাহ ভলান্টিয়ার টিম সেই রাত থেকেই হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল দৌড়ে গিয়েছেন। আহতদের পাশে দাড়িয়েছেন। রাত দিন খাবার নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের শিউরে, এবং বাসমাহ ভলান্টিয়ার টিম ঢাকা বার্ন ইউনিটে আহত পরিবারের সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেন । প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম। তাই সচেতনতা মেনে চলাই একান্ত কাম্য...
আর যেনো কাউকে না হারাতে হয় এভাবে ।
আলাহ্ তায়ালা তাদের জান্নাত বাসী করুক।
আমিন

BASMAH Foundation

বাসমাহ বুলেটিন
জীবন আলোকিত করো, বদলে দাও পৃথিবী...
সেপ্টেম্বর-২০২০

BASMAH BULLETIN
SEPTEMBER-2020

সকাল থেকে বিকেল
অবিরাম চিকিৎসা সেবায় বাসমাহ মেডিকেল টিম

জাহাঙ্গীর আলম:

আলহামদুলিল্লাহ **প্রতিনিয়ত বাসমাহ মেডিকেল সেন্টার থেকে** চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

কক্সবাজারের টেকনাফ থানাধীন লেদা ২৬ নং শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থিত বাসমাহ হেলথ পোস্ট শুক্রবার ব্যতিত সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় অসহায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত এই 'হেলথ পোস্ট'টিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। বাসমহ মেডিকেল টিম রোহিঙ্গা শিবিরের অভ্যন্তরে করোনভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে কঠোর পরিশ্রম করছে। বাসমাহ মেডিকেল টীম রোগীদের তাপমাত্রা গ্রহণ করছে, পালস-অক্সিজেন ডিজিটাল থার্মোমিটার ব্যবহার করে শরণার্থীদের অক্সিজেনের স্তর

অব্যাহত রয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের
প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিতরণের আয়োজন

ফারজানা আক্তার :

করোনায় থেমে গেছে প্রায় সব। শুধু থেমে থাকেনি মানবসেবায় নিয়োজিত কার্যক্রম। দরিদ্র, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে দিন-রাত কাজ করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানবতার তরে ছুটে বেড়াচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের কর্মীসহ সেচ্ছাসেবকগণ।

বাসমাহ ইউএসএ এর অর্থায়নে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে চলছে কারোনাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করার মহতি আয়োজন। ধারাবাহিক এ প্রকল্পের নিয়মিত আয়োজনের অংশ হিসেবে গত মাসে ঢাকা সহ সারা দেশে **প্রস্তুতকৃত খাদ্য** সামগ্রী বিতরণ করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

মানবতা পাশে দাঁড়ানোর দায়কে দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে লক্ষাধিক মানুষের পাতে আহার পৌঁছানোর এই মিশন সুষমভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু এ দায় কি শুধু বাসমাহ ফাউন্ডেশনের একার? না, এ দায় কিংবা এ দায়িত্ব কারো একার নয়। স্বচ্ছল এবং তুলনামূলক আর্থিক সাবলম্বি সবার উচিত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। খাবার দিয়ে, অর্থ দিয়ে এমনকি শ্রম দিয়েও মানবতার এ করুণ সময় মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারেন আপনিও।

কিছুই করতে হবে না আপনাকে। শুধু নিয়ত করুন এবং অর্থ দিয়ে বাসমাহর সঙ্গী হোন। সৎ, যোগ্য এবং একনিষ্ট কর্মীর মাধ্যমে সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে অসহায় এবং সবচেয়ে হকদ্বার মানুষটির হাতে আপনার আমানত পৌছে দিবে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

ময়মনসিংহ এবং সিলেটে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের

গত ১লা জুলাই বাসমাহ টিম খাদ্য সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত ছিলো ময়মনসিংহের বাড়েরায়।

করোনার এই দুঃসময়ে গরিব-অসহায় মানুষের মাঝে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চাল-ডাল এবং সেফটি সামগ্রী সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। এদিকে গত ২২ জুলাই সিলেটে চতুর্থবারের মত খাদ্যসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো বাসমাহ। প্রবল বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢল উপেক্ষা করে প্রায় এক হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয় এসব খাদ্য সামগ্রী

BASMAH Foundation

বাসমাহ বুলেটিন

জীবন আলোকিত করো, বদলে দাও পৃথিবী...

সেপ্টেম্বর-২০২০

BASMAH BULLETIN
SEPTEMBER-2020

বাসমাহ তরুণ আলেম প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প

যুবায়ের আহমেদ: সদ্য ফারেগ আলেম-উলামাদের দ্বীনি শিক্ষা প্রদানমূলক ব্যবস্থাপণায় জড়িত রাখার পাশাপাশি বছরব্যাপি কর্মমুখী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে 'বাসমাহ তরুণ আলেম প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প' শিরোনামে একটি কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ চলছে, বাসমাহ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলা সদরের বাড়েরার পাড়ে নির্মিত এই কমপ্লেক্সের আওতাধীন থাকবে বাসমাহ এগ্রো (সকল গবাদী পশুর খামার), কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস-চাষ কেন্দ্র, সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেবি লার্নিং সেন্টার, কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, মক্তব-মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাসহ যুবক এবং বয়স্কদের জন্য বিশেষ আত্মশুদ্ধিমূলক কোর্স। সদ্য ফারেগ একজন আলেম এই কমপ্লেক্সে দিনের একাংশে তার যোগ্যতা অনুযায়ী মক্তব, মাদরাসা, স্কুল কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদানে সময় দিবেন এবং দিনের পরবর্তী সময়টুকুতে তিনি তার চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিমুখী যে কোনো প্রকল্পে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে কাজ করবেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিটি সেক্টরের প্রকল্প বিষয়ক দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োজিত থাকবেন।

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে প্রস্তুতকৃত খাবার বিতরণ অব্যাহত..

কায়েস আহমেদ : একবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বিশাল একটি জনগোষ্ঠি ক্ষুধার সাথে খুব পরিচিত। হাজার হাজার বাঙালীর সন্তান যারা বস্তির অধিবাসী- ,পথশিশু, টোকাই, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগার করতে পারে না তারা প্রতিদিন পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যায়। এই সকল ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে রান্নাকরা খাবার পৌঁছে দিতে

ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ছুটে গিয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সেচ্ছাসেবীরা এ বিষয়ে বাসমাহর ঢাকা সেচ্ছাসেবক টিমের অন্যতম সমন্বয়ক সোহাগ হোসেন বলেন্ডদরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। দীর্ঘদিন থেকে সারাদেশের দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে বাসমাহ। বিশেষ করে, রোহিঙ্গা

দীর্ঘদিন থেকে সারাদেশের দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে বাসমাহ। বিশেষ করে, রোহিঙ্গা ক্যাম্প, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত আম্পান এলাকাসহ যেখানেই মানবতার পাশে দাঁড়ানোর ডাক এসেছে সেখানেই ছুটে গেছে বাসমাহ। সম্প্রতি অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে তৈরি খাবার বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আজকে এটি আমাদের এই প্রকল্পের প্রথম বাস্তবায়ন।'

খাবার বিতরণে এসে কেমন অভিজ্ঞতা হলো, এই বিষয়টি জানতে চাইলে জনাব সোহাগ জানান, 'এখানে এসে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সামর্থ্য খুবই সীমিত। সমাজের বিত্তবানরা যদি এ সকল দরিদ্র ও অনাহারী বা অর্ধাহারী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতো; তাহলে সত্যিই অসহায় এবং দরিদ্র মানুষের জন্য আমরা ভালো কিছু করতে পারতাম ।' তিনি আরো জানান, 'বাসমাহ ফাউন্ডেশনের এ প্রকল্প ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে পথশিশু, নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এই প্রকল্পটি আরো বড় পরিসরে পরিচালনা করার চিন্তা চলছে। কমলাপুর রেলস্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালসহ বিভিন্ন এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে এই সেবা কার্যক্রম পৌঁছে দিতে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা চায় স্বেচ্ছাসেবী এ প্রতিষ্ঠানটি।

যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বড়নগর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।